যুগান্তর

তারিখ ....29 MAR 2016...
পৃষ্ঠা ...20... কলাম...2......

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি কলেজ

গতিহীন হস্তান্তর প্রক্রিয়া

মুসতাক আহমদ

দেড় বছর আগে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন সরকারি কলেজ ভাগাভাগি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেড়ে দিতে নির্দেশনা দিয়েছেন। কিন্তু সেই কাজ আজ পর্যন্ত একটুও এগোয়নি।

শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ মনে করছেন, এটি বাস্তবসম্মত হবে না। এমনকি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক দায়িত্বশীল কর্মকর্তারও একই মত। সরকারি কলেজের শিক্ষকরাও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি চাচ্ছেন না। সংশ্লিষ্টদের আশংকা, সরকারি কলেজ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পাঠানো হলে তা প্রকারান্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ উভয় পর্যায়ের উচ্চশিক্ষার জন্য নতুন জটিলতা বয়ে আনবে। এ কারণে এখন পর্যন্ত কমিটি গঠন ও প্রতিবেদন তৈরির মধ্যেই কাজটি সীমিত আছে। কলেজগুলোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বাছাই করে একটি তালিকা অবশ্য করা হয়েছে। কিন্তু তা বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে নয়, মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কয়েকজন কর্মকর্তা ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে এটি তৈরি করেছেন।

দেড় বছরে শুধু কমিটি গঠন আর প্রতিবেদন হয়েছে

২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে গিয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা দেন। তার একটি ছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচালনার ভার দেয়া। সেই কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন দু'একদিনের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে।

সূত্র জানায়, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত 'ক্যাচমেন্ট এলাকা' এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোন কলেজ পাঠানো যায়, সে তথ্য সংযুক্ত থাকছে প্রতিবেদনে। এতে কলেজগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে চারটি সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে— বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভৌত-অবকাঠামোর অভাব। নিয়োগ করতে হবে বাড়তি জনবল। অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে হবে। পরিবর্তন করতে হবে আইনের। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এসব জেনে প্রধানমন্ত্রী যে পরামর্শ দেবেন সে অনুযায়ী এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, সেশনজট নিরসন করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি সুন্দর জীবন উপহার দিতে বেশকিছু দিন আগে প্রধানমন্ত্রী একটি নির্দেশনা দিয়েছেন। নানা কারণে আমরা সে কাজ শেষ করতে পারিনি। তবে কাজ অনেক দূর এগিয়েছে।

জানা গেছে, ৮ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়সভায় এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেন শিক্ষামন্ত্রী। সে অনুযায়ী ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি করে তা প্রধানমন্ত্রীকে জানানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু সেই প্রতিবেদনও নির্ধারিত সময়ে প্রণীত হয়নি।

এদিকে কলেজগুলো হস্তান্তরে এমন বিলম্বের বিষয়ে যুগান্তরের অনুসন্ধানে নানা তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির কয়েকজন কর্মকর্তা এবং সরকারি কলেজ শিক্ষকদের নেতারা জানান, এক সময় বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসব কলেজ ছিল। সেগুলোর ব্যর্থতার কারণেই ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখন আগের ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া দুই যুগ পেছনে যাওয়ার শামিল হবে।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম শুক্রবার রাতে যুগান্তরকে বলেন, সরকারি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়ার নির্দেশনার পেছনে প্রধানমন্ত্রীর মাতৃত্বসুলভ সৎ উদ্দেশ্য আছে। তিনি হয়তো চাচ্ছেন, সেখানকার পড়ালেখার মান উন্নত হোক। সেখানকার শিক্ষা কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সংস্পর্শে আসুক। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলো দেয়া কিছুতেই ঠিক হবে না। এতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ উভয়ের লেখাপড়া বিঘ্নিত হবে। তিনি বলেন, এ জন্য আলাদা পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে আপদকালীন সমাধান হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে। এই আঞ্চলিক কেন্দ্র যেন পোস্ট অফিস না হয়, সেখানে একজন প্রো-ভিসি নিয়োগ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। না হলে লাখ লাখ শিক্ষার্থী ভয়াবহ সংকটে পড়বে।

মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, দেশে বর্তমানে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে মাত্র ১১টিকে কলেজ দেয়ার চিন্তাভাবনা আছে মন্ত্রণালয়ের। কেন না, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগের বাড়তি চাপ নেয়ার সক্ষমতা নেই। এছাড়া কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষায়িত, যেগুলোর পক্ষে সাধারণ কলেজ পরিচালনা সম্ভব হবে না। এর বাইরে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে কিছু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছে।

প্রতিবেদন : দু'পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে ■ **পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫**

গতিহীন হস্তান্তর প্রক্রিয়া

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দেখা যায়, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'ক্যাচমেন্ট এলাকা' নির্ধারণের কথা উল্লেখ এবং ইউজিসিকে দেয়া বিভিন্ন চিঠির তারিখ, একাধিকবার কমিটি গঠনসহ অন্যান্য পদক্ষেপ উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, গত বছরের ২৫ আগস্ট শুধু সরকারি কলেজ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছেড়ে দেয়ার মতামত দিতে ইউজিসিকে পত্র দেয়া হয়। একইদিন ব্যানবেইসকে (বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো) আলাদা একটি চিঠি দেয়া হয়। ইউজিসিকে দেয়া পত্রে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটিং করার ক্ষমতা আছে এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত করা যায় তার মতামত জানাতে বলা হয়। অপরদিকে ব্যানবেইসকে দেয়া চিঠিতে কলেজের ক্যাচমেন্ট এরিয়া বা কোন কলেজকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়া যায়, তা চিহ্নিত করতে বলা হয়েছিল। একইসঙ্গে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিরূপণ করতে বলা হয়।

এই দফায় চিঠি পেয়ে ইউজিসি ৬ সদস্যের কমিটি পুনর্গঠন করে। একইসঙ্গে ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে বিস্তারিত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়। এ কমিটির সদস্যরা হলেন ইউজিসি সদস্য (বর্তমানে সাবেক) অধ্যাপক ড. মোহাব্বত খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মিজানউদ্দিন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, ইউজিসি সচিব ড. মোহাম্মদ খালেদ এবং অতিরিক্ত পরিচালক ফেরদৌস জামান।

এই কমিটি তিনটি সুপারিশ করে। তা হচ্ছে— কলেজগুলো অধিভুক্তির জন্য বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভৌত-অবকাঠামো গড়তে হবে। প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে অধিভুক্তির এখতিয়ার নেই, আইন সংশোধন করে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এরপর মন্ত্রণালয় থেকে ৮ ডিসেম্বর পুনরায় ইউজিসিতে পত্র দেয়া হয়। তাতে চারটি বিষয়ে প্রস্তাব চাওয়া হয়। তা হচ্ছে— ভৌত-অবকাঠামো স্থাপনকল্পে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায়, এ জন্য কী ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা যায়, সম্ভাব্য কলেজ পরিদর্শন বিভাগ পরিচালনার জন্য জনবলের বিষয়টি কীভাবে নিষ্পত্তি করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের কোন কোন ধারা কীভাবে সংযুক্ত করা যায়।

অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা : এদিকে কলেজগুলো ভাগাভাগির কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগে যাতে সেশনজট দূর করার কাজ অব্যাহত থাকে, সে লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পৃথক উদ্যোগ নেয়। এর অংশ হিসেবে বিশেষ সিনেট অধিবেশন ডেকে পরিকল্পনা নেয়া হয়। এছাড়া গত বছরের ৮ মে জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এছাড়া গভর্নিং বডিতে সদস্য নিয়োগে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ, কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিতিতে কড়াকড়ি, সকালে ক্লাস আর বিকালে পরীক্ষার ব্যবস্থা, ফলাফলের ভিত্তিতে কলেজ র‍্যাংকিং এবং ক্লাসে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত নির্ধারণ করে দেয়াসহ ১০ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। সবশেষ গত বছরের ২১ জানুয়ারি ক্রাশ প্রোগ্রাম ঘোষণা করা হয়। এতে ২০১৮ সালের জুনের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সেশনজট মুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ যুগান্তরকে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের সেশনজট মুক্ত শিক্ষাজীবন উপহার দেয়া। তার নির্দেশনা মতো কবে নাগাদ কলেজগুলোকে বিভাজন করা যাবে, তা আমরা জানতাম না। সে জন্য প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপূরণে আমরা গোড়াতেই রোডম্যাপ করে সেশনজট নিরসনের কাজ আরম্ভ করেছি। এ কাজে সফলতা আসছে।'